আউশ আবাদ ২০১৯

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আউশ আবাদ ২০১৯

বরিশাল অঞ্চল

(বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা)

সুপারিশকৃত জাত (বোনা আউশ)

ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩, ব্রি ধান৮৩।
বোনা আউশে মূল জমিতে বীজ বপনঃ ১১ চৈত্র - ৭ বৈশাখ (২৫ মার্চ - ২০ এপ্রিল)।
বীজ হারঃ ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে ১০ কেজি/বিঘা **এবং** সারি করে লাগানোর ক্ষেত্রে ০৬ কেজি/বিঘা

সুপারিশকৃত জাত (রোপা আউশ)

ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮২, ব্রি ধান৮৫।
রোপা আউশে বীজতলায় বীজ বপনঃ ১৫ চৈত্র - ৭ বৈশাখ (৩০ মার্চ - ২০ এপ্রিল)।

চারার বয়সঃ ১৫-২০ দিন।
চারা রোপণঃ ২ বৈশাখ থেকে ২৫ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল থেকে ১০ মে)।
রোপণ দূরত্বঃ ৮ ইঞ্চি× ৬ ইঞ্চি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।
চারার সংখ্যাঃ প্রতি গোছায় ২টি করে।

সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)

ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	দস্তা (জিংক সালফেট)
১৮	৭	১০	৫	০.৭

রোপা আউশে শেষ চাষের সময় ১/৩ ভাগ ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে, ২য় কিস্তি ইউরিয়া (১/৩ ভাগ) ৪-৫ টি কুশি দেখা দিলে (সাধারণত রোপনের ১৫-১৮ দিন পর) এবং ৩য় কিস্তি (১/৩ ভাগ) ইউরিয়া কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে গন্ধক এবং দস্তার অভাব থাকলে শুধুমাত্র জিপসাম এবং দস্তা প্রয়োগ করতে হবে। অন্যদিকে, বোনা আউশের ক্ষেত্রে টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিংক শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করলে গাছের বাড় বাড়তি ভাল হয় ও ফলন বৃদ্ধি পায়। ১ম কিস্তি শেষ চাষের সময় ও ২য় কিস্তি ধান বপনের ৩০-৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমনঃ সাধারণত হাত দিয়ে, নিড়ানী যন্ত্রের সাহায্যে অথবা আগাছানাশক ব্যবহারের মাধ্যমে ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে। রোপা আউশ ধানের ক্ষেত্রে প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক হিসেবে বেনসালফিউরান মিথাইল+এসিটাক্লোর, মেফেনেসেট+বেনসালফিউরান মিথাইল ইত্যাদি গ্রুপের আগাছানাশক রোপনের ৩ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। বোনা আউশের জন্য প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক হিসেবে পেনডামিথাইলিন, অক্সাডায়ারজিল এবং অক্সাডায়াজন গ্রুপের যে কোন আগাছানাশক বপনের ২/৩ দিনের মধ্যে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। রোপা/বোনা আউশ ধানের ক্ষেত্রে পোস্ট ইমারজেন্স আগাছানাশক হিসাবে বিসপাইরিবেক সোডিয়াম, বেনসালফিউরাল মিথাইল, ডায়াফিমনি, ইথক্সিসালফিউরান এবং ফেনক্সলাম গ্রুপের আগাছানাশক জমিতে আগাছা দেখা যাওয়ার পর প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তীতে আগাছার অবস্থা বুঝে ৩৫-৪০দিন পর একবার হাতে নিড়ানী দিতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনাঃ চারা লাগানোর সময় বা বীজ বপনের সময় বৃষ্টিপাত না হলে সময়মত চারা রোপন/বপন এর জন্য সম্পূরক সেচ দিতে হবে। সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রে জমিতে জো অবস্থা বিরাজমান না থাকলে অংকুরিত বীজ জমিতে কাদা করে লাইনে/ছিটিয়ে বপন করতে হবে।

রোগ বালাই ব্যবস্থাপনাঃ আউশ মওসুমে সাধারণত খোলপোড়া রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ, টুংরো এবং বাকানি রোগের প্রকোপ দেখা যায়। খোলপোড়া রোগ দমনের জন্য জমি হতে পানি বের করে দিয়ে বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে এমিস্টার টপ/টেবুকোনাজল/ফলিকুর ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে। ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগের জন্য ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট এবং ২০ গ্রাম জিংক ১০ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে ৫ শতাংশ হারে জমিতে স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। টুংরো রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে টুংরোর বাহক সবুজ পাতা ফড়িং দমনে মিপসিন ব্যবহার করা যেতে পারে। বাকানি প্রবণ এলাকায় বাকানি রোগ প্রতিরোধে অটিস্টিন নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটারে ২-৩ গ্রাম ১ কেজি বীজে মিশ্রিত করে শোধন করা যেতে পারে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনাঃ আউশে মুখ্য পোকাগুলো হল- মাজরা পোকা, পামরি পোকা, থ্রিপস, গান্ধি পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং এবং বাদামি গাছফড়িং। পোকা দমনে আলোকফাঁদ এবং পার্চিং ব্যবহার করতে হবে। মাজরা ও বাদামি ঘাসফড়িং পোকা দমনের জন্য প্রয়োজনে কার্টাপ গ্রুপের কীটনাশক সানটাপ৫০ পাউডার এবং থ্রিপস, সবুজ পাতা ফড়িং ও গান্ধি পোকা দমনের জন্য কার্বোসালফান গ্রুপের কীটনাশক মারসাল২০ ইসি ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফসল কাটা ও মাড়াইঃ শীষের অগ্রভাগের ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান কেটে ফেলতে হবে। তাড়াতাড়ি মাড়াইয়ের জন্য ব্রি উদ্ভাবিত মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। বাদলা দিনে কোনো উপায় না থাকলে ধান মাড়াই করে সাধ্যমত ঝেড়ে বৃষ্টিমুক্ত (চালার নীচে) স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd